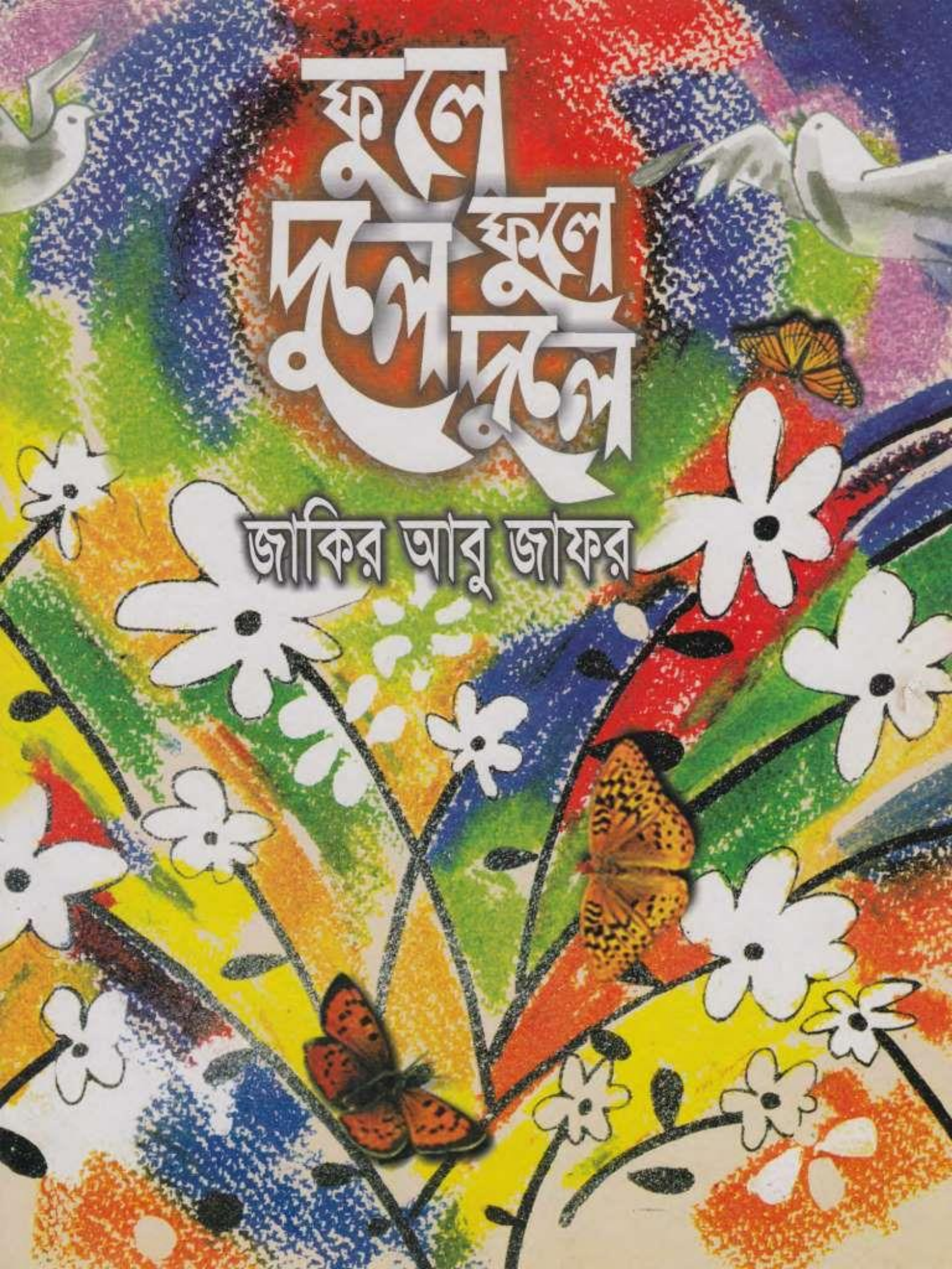

ফুলে দুলে ফুলে দুলে
জাকির আবু জাফর

ফুলে ফুলে দুলে দুলে

জাকির আবু জাফর

আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা

www.pathagar.com

ফুলে ফুলে দুলে দুলে
জাকির আবু জাফর

প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর ২০০০

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিসদাস লেন
বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ মিম
ক্ল্যাসিক প্রোডাক্টস, ফোন ঃ ৪১৯৭১৮

মূল্য - ৬৫ টাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

কবি আল মাহমুদ মীরের পোলা
কাব্যের ফুলফলে ভর্তি ঝোলা।
মাথা যেন বিলকুল মেঘনার চর
কাব্যের রাজপথে খাড়া তার ঘর।
হাত পায়ে চোখে মুখে কিরিচের ধার
সফলতা তার ঘরে হাঁকে বারবার।

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

চাঁদের ভেলা (কিশোর কবিতা)
কালের সমুদ্র (কবিতা)
নন্দিত বেদনা (কবিতা)
মুখোমুখি আজীবন (কবিতা)
দোয়েল পাখির গান (ছড়া)

www.pathagar.com

ছোট্ট আমার গাঁ

কল্প লোকের ছবির মত
ছোট্ট আমার গাঁ
পথের ধূলো সুরমা হয়ে
সিক্ত করে পা।

চতুর্দিকে সবুজ পাতার
উপচে পড়া ভীড়
সবুজ ঢেউয়ে দ্বীপ হয়ে যায়
শান্ত আমার নীড়।

বাঁশবাগানের নীরব ছায়ায়
ধান শালিকের বাস
শিশুর মত দোল খেয়ে যায়
মাঠের দুর্বাঘাস।

ধান কাউনের গন্ধে মাতাল
চড়ুই পাখির ঝাঁক
পল্লীগীতির সুরে উদাস
কর্ণফুলীর বাঁক।

ছোট্ট গাঁয়ের ছোট্ট ছবি
হয় না দেখা শেষ
ছোট্ট সে গাঁয় হাসছে আমার
সবুজ বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

নিঃস্ব

এখন সময়
নতুন চোখে
দেখতে হবে
বিশ্বকে
জানতে হবে
এই পৃথিবীর
সত্যিকারের
নিঃস্ব কে?

আছে যাদের
অনেক টাকা
দামী গাড়ির
হাঁকান চাকা
দিনকে করে রাত

কিন্তু জ্ঞানে গুণে খালি
টাকার মাথায় বাজান তালি
নিঃস্ব সে লোক দুই ভুবনে
হবেই কুপোকাত।

www.pathagar.com

ফেরাউনের লাশ

ফেরাউন ভেবে ছিলো দুনিয়াটা মসতো
তার কথা শুনে সব উঠতো ও বসতো।

সবচে বড় খোদা দাবী করে নিজকে
ভুলে গেলো আল্লার নেয়ামত চিজকে।

নবী এসে ডাক দিলো সত্যের দুয়ারে
শুনে কয় এই কোন কাক কাকাতুয়ারে।

ক্ষমতার সবকিছু যার হাতে ন্যস্ত
নবী ঠিক সারাদিন তাঁর কাজে ব্যস্ত।

ইশারায় নীল নদী পার হতে বললো
ফেরাউন তার পিছে দল বেঁধে চললো।
এসে গেলো নির্দেশ পানি তুই মিশরে
ফেরাউন আর খুঁজে পায়নাকো দিশরে।

দরিয়ার পানি খেয়ে ফেরাউন মরলো
লাশ তার কোনো প্রাণী একটু না ধরলো।

মিশরের পিরামিডে আছে লাশ থাকবে
কেয়ামত দিন তক সত্যকে ডাকবে।

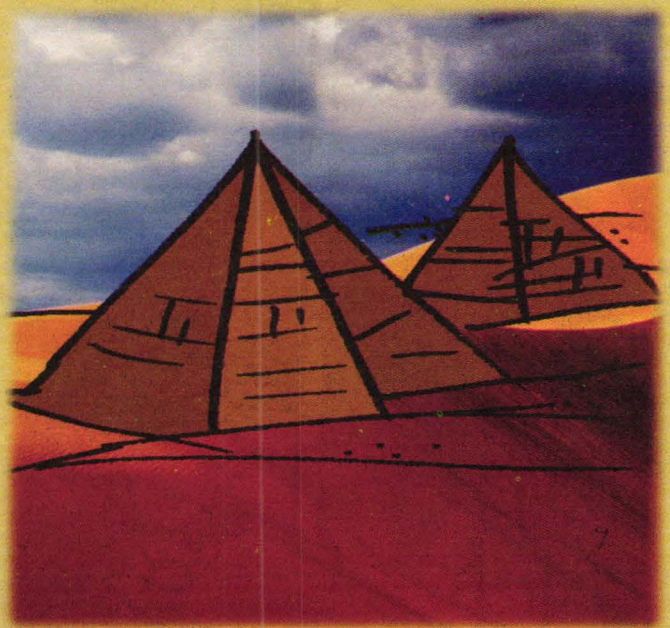

www.pathagar.com

খুঁজে ফিরি

এক টানা সুর বাজে
ঝুমঝুম বৃষ্টির
এই যেন মনকাড়া
ঝংকার সৃষ্টির।
ভাষা খুঁজে পাই না সে সব কথা বলবার
কেউ যেন তাড়া করে সম্মুখে চলবার।

মাঠ ঘাট পার হই খুঁজে ফিরি যেই তীর
সেই যেন স্বপ্নের সুখ কাবা মুক্তির।

www.pathagar.com

খোকার প্রশ্ন

খোকা- আব্বু আমার মনের ঘরে প্রশ্ন আছে অনেক
জলদি এসো আমার পাশে বসতে হবে ক্ষণেক।
আব্বু- এইতো বাপু বসছি কাছে বলতো খুলে সব
শুনবো আমি মনভরা তোর প্রশ্ন কি আজব।

খোকা- তুমি আমি এই পৃথিবী কেমন করে হলো
কেমন করে আকাশ এলো সত্যি করে বলো।
কে বানালো ফুল পাখি সব কে বানালো নদী
কেমন হতো আমরা সবাই পাখি হতাম যদি?
কিংবা হতাম ফুল বাগানের রাঙা প্রজাপতি
ইচ্ছে হলে আকাশ হতাম কার কি ছিলো ক্ষতি?

আব্বু- শোনো আমার নয়নমনি পষ্ট করে বলি
আল্লাহ মহান স্রষ্টা সবার তাঁর রহমে চলি।
ঐ যে আকাশ বনবনানী নদীর কলতান
তাঁর দয়াতে তুমি আমি পাখির যত গান।
সকল জীবের সেরা মানুষ গুণে এবং ভাবে
সবার সেরা মানুষ কেন পাখি হতে যাবে।
ফুল পাখি আর চাঁদের থেকে মানুষ অনেক দামী
মানুষ হবার কোশেশ করো নিত্য দিবসযামী।

www.pathagar.com

উন্নত জীবন

অহংকারী মানুষ যারা
নীচু এবং ক্ষুদ্র তারা।

বড় মানুষ কে?
সত্যি বড় সে

নম্র এবং ভদ্র যিনি মস্ত বড় দিল

ভালোবাসা পূর্ণ মনে
মিশে যাবে সবার সনে
উন্নত এক জীবন ধারায়
থাকবে তাহার মিল।

www.pathagar.com

পাখির পাখা

আকাশ এখন
বেজায় ফাঁকা
স্বপ্ন বুনে মন
রুদ্ধ ঘরে
মন টেকে না
ঘুরবো পাহাড় বন।
চাঁদের সাথে
বলবো কথা
খুলবো সুখের দ্বার
কলকলিয়ে
হাসবে নদী
ডাক শুনে বারবার।
সাত সমুদ্র
পেরিয়ে যাব
আকাশ হবে ঘর
ফুলে ফুলে
সাজিয়ে দেব
শূন্য তেপান্তর।

www.pathagar.com

অধিকার

আমি এক শিশু তবু বঞ্চিত আজ
জঠরের দায়ে করি সারাদিন কাজ।
অলিগলি ফুটপাতে দিক থেকে দিক
ছুটোছুটি করি নেই সময়ের ঠিক।
কাঁধে তুলে বস্তা হাতে রাখি ছই
মানুষের গালি খেয়ে চুপ করে রই।
কেউ ধরে কান টানে কেউ মারে কিল
তার মাঝে খেতে হয় ইট পাকা ঢিল।

রাস্তার ছেলে আমি রাস্তায় ঘর
মানুষের মাঝে এক বিস্ময়কর!
বড় বড় বিল্ডিং আসমান তক
লুটপাট করে হয়, গরীবের হক।

আপনারা আজ যারা খুব বড় লোক
বঞ্চিত লোক তরে কেন নেই শোক?
কেন আজ আমাদের অধিকার নাই
আমাদের অধিকার আমাদের চাই।

www.pathagar.com

চাঁদের মুখে চিঠি

মিষ্টি বাতাস ডাক দিয়ে যায় খোকার কানে কানে
চল চলে যাই ইচ্ছে মতন মুক্ত আকাশ পানে।
মেঘগুলো সব বোরাক হয়ে মেলবে নূরের পাখা
জিবরাইলের ডানায় যেমন খুশবু আতর মাখা।

আমরা হবো আকাশ খেয়া আমরা আকাশচারী
আকাশ থেকে নিত্য নতুন করবো হুকুম জারী।

ছুটবো যখন দূরের গ্রহে মিলবে চাঁদের দেখা
চাঁদের মুখে কালো কালো কি যেন সব লেখা।

কার বিরহে কে লিখেছে চাঁদের মুখে চিঠি
এসব দেখে লক্ষ তারা হাসছে মিটিমিটি।

সকাল দুপুর ব্যস্ত কারা মানুষ গড়ার কাজে
দেখবো কারা নীরোর মত দেশ দরদী সাজে।

নিজ অপরাধ ঢেকে পরের নিন্দা করে যারা
তাদের মুখে ছাই ঢেলে দিক নূরের ফেরেস্তারা।

www.pathagar.com

সন্ধ্যা

সন্ধ্যা যখন সামনে আসে
দিনের শেষে
রাতের আঁধার দাঁড়ায় তখন
আপনি এসে।

আকাশ গাঙে হাট বসে যায়
তারার দেশে
তারায় তারায় জোসনা
হাসে
ভালোবেসে।

ভালোবাসি জীবনটাকে
মনের মত
বিপদ বাধা মানবো না আর
আসবে যত।

সত্য পথে থাকলে পরে
আর কিসে ভয়
আনবো এবার সকল কাজে
সফল বিজয়।

www.pathagar.com

পাখির শহর

দেশজোড়া অবিরাম সবুজের ঢেউ
এমন রূপের দেশ দেখেছো কি কেউ?

রাতের আকাশ দেখ তারাদের ভীড়
থৈথৈ আঁকাবাঁকা নদীর শরীর।

কত গাছ কত ফুল কত সুর-স্বর
দিগন্ত জোড়া এক পাখির শহর।

www.pathagar.com

মেঘনা নদীর বালি

মাঠভরা ঐ সবুজ ঘাসে মিষ্টি রোদের দল
মেঘনা নদীর বালির মত রূপ করে ঝলমল।

সবুজ পাতার ছোট্ট পিঠে সোনারাঙা রোদ
মায়ের মুখের হাসি যেন বাড়ায় জীবন বোধ।
লাল কাপড়ের বোরখা পরে সূর্য দিলো ডুব
অবাক ব্যাপার আকাশ মাটির পাল্টে গেলো রূপ।

শান্ত বিকেল ঘুমিয়ে গেলো লম্বা মাঠের পর
রাতের ঘরে জন্ম নিলো আঁধার পরস্পর।

লক্ষ তারার মিটমিটানি মন ভরে না রোজ
রুমীর মত জায়নামাজে করছি সুখের খোঁজ।

www.pathagar.com

আলোর পাখি

মানুষ কেবল তখন মানুষ হয়

সকল কাজে যখন থাকে
মহান প্রভুর ভয়।

জ্ঞানে-গুণে সবার সেরা
হবে সে সম্মানী
দুঃখ ব্যথা থাকবে না তার
থাকবে না আর গ্লানি।

আমরা এখন আলোর পাখি
মুক্ত ফুলের দল
মানুষ হবার আনন্দে আজ
দিগন্ত ঝলমল।

www.pathagar.com

আজাদীর গান

সাহসের বাঁধ ভাঙা জোয়ারে
আগামীর উচ্ছ্বসি দোয়ারে।

আজাদীর গান শুনে বিন্দু
ঘুরে হোক জীবনের সিন্ধু।

মরুভূর বুক চিরে ঝর্ণা
ধরণী হয়ে যাক স্বর্ণা।

www.pathagar.com

ভরা নদীর কূল

নদী আমার ভালো লাগে
ভালো লাগে ফুল
ভালো লাগে উপচে পড়া
ভরা নদীর কূল।

আমার খুবই ভালো লাগে
পাহাড় সবুজ বন
মস্ত আকাশ নীল থালাতে
চাঁদের আলোড়ন।

আমার কিযে ভালো লাগে
অচিন পাখির সুর
সুরের ডেউয়ে যখন কাঁপে
গহীন সমুদ্দুর।

আকাশ দারুণ ভালো লাগে
যখন আকাশ নীল
আবার রাতে তারায় তারায়
খৈ ফোটা ঝিলমিল।

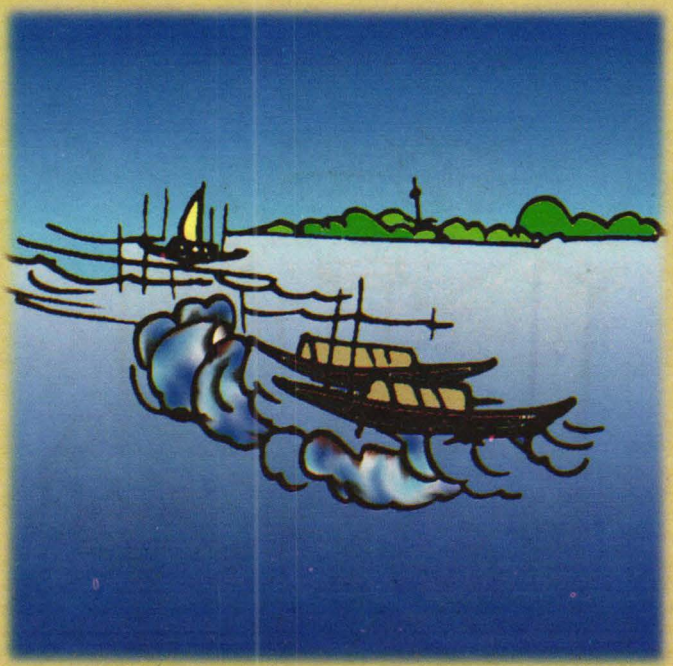

www.pathagar.com

ইসকুল

ভোর হতে মা বলে তাড়াতাড়ি ওঠ
জামা জুতা পরে যা ইসকুলে ছুট।
নাস্তার থালা হাতে বাবা বলে আয়
ঐ দেখ ও পাড়ার মতি চলে যায়।
দেরি হলে মাস্টার ভেঙে দেবে পিঠ
তারপরে পাওয়া যাবে পেছনের সিট।
চোখ ভরা ঘুম নিয়ে ইসকুলে যাই
অল্পতে মাঝে মাঝে কান মলা খাই।
অংকের ঘন্টাতে মন কাঁপা ভয়
আল্লায় না করুক যদি ভুল হয়!
ধপাধপ বেত মেরে করে দেবে সাফ
হাত পায়ে ধরি তবু পাইনাকো মাপ।
ইসকুল ছুটি হলে খুলে দেখি দ্বার
বসে আছে অংকের শফি মাস্টার।
মন ছুটে চলে যায় ক্রিকেটের মাঠ
বুঝি নাতো এতটুকু অংকের পাঠ।
একজন চলে গেলে আসে আর জন
এই ভাবে দিন ভর চলে জ্বালাতন।
রোবটের মত ঠিক জীবনের রূপ
সব কথা কাজে তাই থাকি নিশ্চুপ।
আয় সবে ছুটে ছুটে কিশোরের দল
ছিঁড়ে ফেলি আমাদের পায়ের শিকল।
এসো আজ নিয়ে আসি নতুন একদিন
আকাশের বুকে রাঙা সূর্য নবীন।

www.pathagar.com

রূপোর বাটি

আকাশটাকে নীল করেছে
বল কে
নীলের দেশে তারার আলো
ছলকে।
উল্কাগুলো ফুলকা দিয়ে
ঠিক ভাবে
হন্যে হয়ে শূন্যে ঘোরে
কী ভাবে।
রূপোর বাটি চাঁদ উঠে যে
আকাশে
কার তুলিতে এমন রঙে
আঁকা সে?

www.pathagar.com

একা

একদম একা চাঁদ
আকাশের গায়ে
ঢেউ খেলে খেলে চলে
মেঘেদের নায়ে।

খাল বিল উচ্ছল
জোসনার বানে
কত হাসি কত গান
বাতাসের কানে।

দূর থেকে চাঁদ যেন
ডাক দিয়ে যায়
কিশোরেরা জেগে ওঠ
পাড়ায় পাড়ায়।

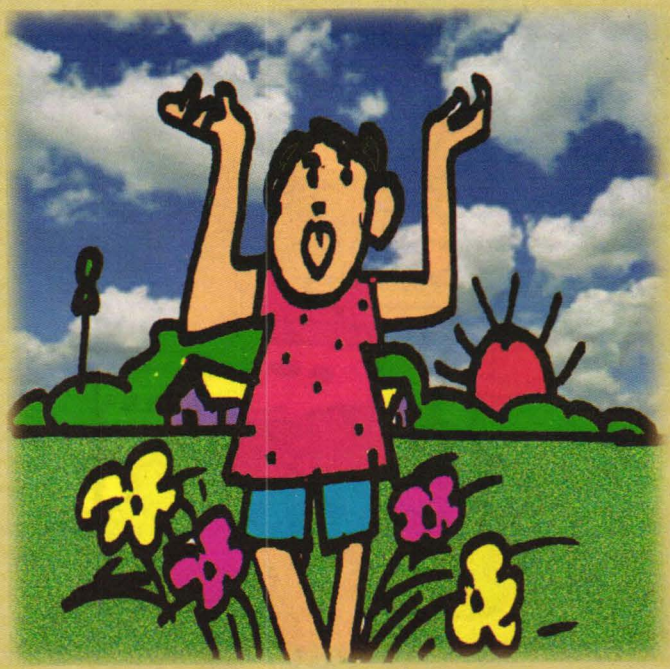

www.pathagar.com

দূরন্ত দিন

কালের বুকে একটি সকাল শিশির ঝরা বিন্দু
বিন্দু নিতে হাত বাড়ালো সময় গাঙের সিন্ধু।

গাঙের পাড়ে কালের ধ্বনি
অচিন কোনো ছন্দ
ছন্দ থেকে কেউ ছড়ালো
হাসনাহেনার গন্ধ।

দূরন্ত দিন ঘুমায় যখন
অন্ধকারের মন্ত্রে
আকাশ জুড়ে রাত নেমে যায়
আঁধার ষড়যন্ত্রে।
একলা ঘরে মন টেকে না দুয়ার কেন রুদ্ধ
চমকে দেখি ভোরের আকাশ মুগ্ধ ভারী মুগ্ধ।

www.pathagar.com

টোকাই

আমরা হলাম পথের ছেলে
টোকাই
সারা জীবন থেকে গেলাম
বোকাই।

হতভাগা কপাল পোড়া
যাদের
টোকাই হওয়া ভাগ্যে লেখা
তাদের।

ইচ্ছে ছিলো মনের মত
হতে
ভাসতে হলো মহাকালের
স্রোতে।

www.pathagar.com

অলস দুপুর

যখন আমি ছোট্ট ছিলাম বাড়ির পাশে ঝিল
ঝিলের পাড়ে ফুলের খোকা
বাবার নিষেধ যাসনে খোকা
ভাইয়া ধরে পিঠের উপর মারতো কষে কিল।

আমি যখন পাখির বাসা খুঁজতে যেতাম বনে
ঝুলতো গাছে বটের ঝুলি
ডালে ডালে পাখির বুলি
পাখির মত হারিয়ে যেতাম নীরব হিজল বনে।

আমার যখন ছোট্টবেলা প্রজাপতির মত
এ বাঁক থেকে ও বাঁক ঘুরে
ভোমর হয়ে আরো দূরে
মটরশুঁটির মাঠ পেরিয়ে ফুল কুড়াতাম কত।

ধানের ক্ষেতে জমতো কি যে লুকোচুরি খেলা
গ্রীষ্মকালের অলস দুপুর
ভেঙে দিতাম বাজিয়ে নূপুর
নদীর কূলে খেলতে গিয়ে কাটিয়ে দিতাম বেলা।

www.pathagar.com

ঈদ

ঈদ এসেছে
ঢেউ জেগেছে
ঈদের মাঠে
আজ

ঈদের খুশী
ভাসিয়ে নিল
নিত্য দিনের
কাজ।
নেই ভেদাভেদ
এক হল সব
ভাঙলো সবার
ভুল

ঈদের সাথে
অন্যদিনের
হয় না কোনো
তুল।

www.pathagar.com

অন্যরা কেউ

খারাপ পথে চললে ক্ষতি কার?

খারাপ পথে চলেন যিনি
ক্ষতির বোঝায় মরেন তিনি
অন্যরা কেউ বইবে নাতো
তার সে ক্ষতির ভার।

খারাপ হয়ে লাভ কি বলো?
সত্য ন্যায়ের পথে চল
দেখবে কত সুখ

থাকবে না আর মনের কালো
সবাই তখন বাসবে ভালো
ঢেউয়ের মত হাসবে তুমি
ঘুচবে সকল দুখ।

www.pathagar.com

বড় যদি হতে চাও

লেখাপড়া শিখতে হবে
বড় হবার জন্য
লেখাপড়া ছাড়া জীবন
হবে নারে ধন্য।

বড় যদি হতে চাও
বড় মন লাগবে
বড় মনে বড় বড়
স্বপ্নেরা জাগবে।

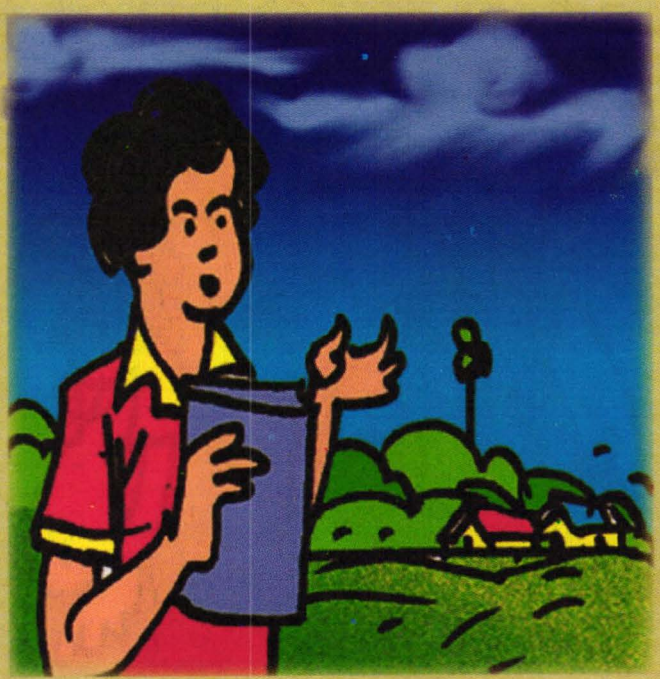

www.pathagar.com

চিলের মুখে

আকাশ ফাঁকা মস্ত চাকা আস্ত নীল
আচম্বিতে ডিগবাজি খায় ব্যস্ত চিল।

চিলের মুখে নীলের গান
মেঘ দিয়েছে পেছন টান
সামনে মরু দুরুদুরু কাঁপছে বুক
মরুর টানে উথলে উঠে জোয়ার বান।
আর জাগে না শখের ঘর
কোথায় কাদের আপন পর
সবার খেয়াল নিজের দিকে
মিলছে না কেউ পরস্পর।

আমরা এখন পণ করেছি
যুদ্ধ চাই
যুদ্ধ করে বাঁচার মত
বাঁচতে চাই।

www.pathagar.com

ঝিলিমিলি

জীবনটা ঝিলিমিলি
ঝিলামের
জল
পাতার পানির মত
করে
টলটল।
জীবন নদীর কোনো
নেই ঠিকানা
অশ্রুর ঢেউ যেন
আঁখি
ছলছল।

www.pathagar.com

একটু খবর নিস

মন্দ লোকের গন্ধ কত বিষরে
একটু নাকে লাগলে ছোটে দিশরে।

মন্দ লোকের থাকলে পাশে
জীবন যাবে সর্বনাশে
ভালো মানুষ কোথায় আছে
একটু খবর নিসরে।

মানুষ পেলে প্রথম দেখায়
খুশীর সালাম দিসরে।

বড় মানুষ কোথায় আছে
একটু খবর নিসরে।

www.pathagar.com

আকাশ জুড়ে

ফুলকুঁড়িরা ফুটবে যে দিন
গন্ধ দেবে বিশ্বময়
মধুর সুবাস বিলিয়ে দেবে
সবার বুকে ঠিক সময়।
ভোরের আলো আকাশ জুড়ে
রাঙা হয়ে উঠছে
দীপ্ত আলোর বন্যা ছুঁয়ে
ফুলকুঁড়িরা ফুটছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com